জুমার খুতবা

2023/10/27 م

١٤٤٥/٤/١٢هـ

সম্মানিত শায়খ ড.

আব্দুল মুহসিন বিন
মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিষয়:

বান্দা কর্তৃক তাকবীর পাঠ

a-alqasim.com

বান্দা কর্তৃক তাকবীর পাঠ*

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকটই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা ও পাপকার্য হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তায়ালা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

---

*১২ই রবিউস সানী, ১৪৪৫ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং নির্জনে ও গোপনে তাকে ভয় করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব তাঁর প্রতি চুড়ান্ত ভালবাসা ও পরম বশ্যতা থেকে উদ্ভূত হয়। মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল ও শ্রেষ্ঠাংশ; এটা এমন জ্ঞান যার উপর আল্লাহর একত্ব ও ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানার বিষয়ে অধিক মুখাপেক্ষী। আর তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ব্যতীত তা জানার কোন উপায় নেই। বস্তুত আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিমাণ অনুপাতে রবের প্রতি বান্দার বন্দেগী, সুসম্পর্ক, মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন হয়ে থাকে। তাই আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে বান্দার জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে, ততই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে। আল্লাহ বান্দাকে তাঁর নিকট সে পর্যায়ে রাখেন বান্দা নিজের হৃদয়ে আল্লাহকে যে মর্যাদায় রাখে।

সর্বশক্তিমান প্রভুর সকল নামই প্রশংসাবাচক; মহান আল্লাহ এ সবগুলোকে সুন্দর বলে বর্ণনা করেছেন; কেননা এগুলো পূর্ণতার গুণের প্রমাণবাহক। তাঁর একটি নাম হল: ((আল-কাবীর)) তথা মহান; তিনি স্বীয় সত্ত্বায়, নাম ও গুণাবলীতে সুমহান, মহিমা ও অহংকারে ভূষিত।

যে ব্যক্তি উপলব্ধি করবে যে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজীবের উপর সমুন্নত এবং তিনি সবকিছুর চেয়ে মহান; তখন সে আল্লাহকে যথাযথ সম্মান

প্রদর্শন করবে। ফলে সে তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ﴾

অর্থ: [আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান।] সূরা আল-হাজ্জ: ৬২।

সৃষ্টিজীব সংখ্যায় অগণিত; সুমহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ এগুলোর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞান আয়ত্ব ও উপলব্ধি করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ﴾

অর্থ: [তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।] সূরা আর-রা'দ: ৯। মহান আল্লাহ কালাম তথা কথা বলার গুণে গুণান্বিত, এবং তাঁর কথা মহিমা ও মহত্ত্ব দ্বারা বিশেষিত। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহ তায়ালা যখন আসমানে কোন হুকুম জারি করেন** -অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছায় কোন বিষয়ে কথা বলেন- **তখন ফেরেশতাগণ তাঁর কথার প্রতি আনুগত্য প্রকাশার্থে স্বীয় পাখাসমূহ হেলাতে থাকে। তাদের পাখার হেলানোর ধ্বনি যেন পাথরের উপর শিকলের ঝনঝনির ধ্বনি। এরপর তাদের হৃদয় থেকে যখন ভীতি দূরীভূত করা হয় তখন তারা বলে** -অর্থাৎ: যখন তাদের ভয় ও আতঙ্ক কেটে যায় তখন ফেরেশতারা একে অপরকে বলতে থাকে-: **তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা বলে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন, এবং তিনি সুউচ্চ মহান।**))

অহংকার ও কর্তৃত্ব আমাদের প্রভুরই, তিনিই তাঁর সৃষ্টিকুলের শাসক, তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ:

﴿فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ﴾

অর্থ: [সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ মহান আল্লাহরই।] সূরা আল-মুমিন: ১২।

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা তথা তাকবীর পাঠ করতে আদেশ করেছেন; তাকে সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি আরোপিত সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে তাকে পবিত্র ঘোষণা করার লক্ষ্যে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرٗا﴾

অর্থ: [আর বল, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই এবং অপমান থেকে বাঁচতে তাঁর কোন অভিভাবকের দরকার নেই।’ সুতরাং তুমি পূর্ণরূপে তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা কর।] সূরা আল-ইসরা: ১১১।

নভোমন্ডল ও পৃথিবীবাসী সকলের ইবাদতের উদ্দেশ্য হল তাঁর বড়ত্ব ও মহিমা ঘোষণা এবং তাকে সম্মান জানানো। এ কারণেই তাকবীর পাঠ প্রধানতম ইবাদতসমূহের একটি নিদর্শন। যেমন: নামাযের তাকবীর হল আল্লাহর অহংকার ও মহিমার সামনে নিজেকে অবনমিত ও বিনয়ী রূপে প্রকাশ করা। দিনের নামাযের তাকবীরসমূহ -আযান থেকে শুরু করে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এর নিয়মিত সুন্নতের যিকির-আযকার

শেষ হওয়া পর্যন্ত- তিনশত পঁচাত্তরটি তাকবীর। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((‘আল্লাহু আকবার’ তথা আল্লাহ মহান- এ কথা বলায় রয়েছে আল্লাহর মহিমার স্বীকৃতিদান। আর অহংকার মহত্ত্বকে শামিল করলেও তা অধিক পরিপূর্ণ।))

হজ হল দ্বীনের একটি দৃশ্যমান নিদর্শন। এর শ্লোগান হল একত্ববাদের ঘোষণা এবং সাফা-মারওয়াতে ও পাথর নিক্ষেপের সময়ে “আল্লাহু আকবার” ধ্বনি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা।

আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল যিলহজ মাসের প্রথম দশদিন। এ দিনগুলোতে তাঁর নিকট অধিক প্রিয় আমল হল তাকবীর ধ্বনি দেয়া। নবী সাঃ বলেছেন: ((**এমন কোন দিন নেই যার আমল যিলহজ মাসের এই দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে বৃহত্তম ও অধিক প্রিয়। তাই তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) বেশি বেশি করে পড়।**)) মুসনাদে আহমাদ।

আনন্দ উৎসবে তাকবীর ধ্বনি দেয়া সুন্নত। যেমন দুই ঈদে, আনন্দ উদযাপনে এবং যখন সুসংবাদ শোনা যায়। নবী সাঃ বললেন: ((**আমি আশা করি যে, জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরাই অর্ধেক হবে।** আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন: তখন আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম।)) সহীহ বুখারী। আল্লাহর কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত হলে -যেমন সূর্যগ্রহণ এবং বিস্ময়কর বা ভয়ংকর মুহূর্তে তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ত্ব প্রকাশ করতে হয়; কিছু লোক নবী সাঃ-এর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি যেন তাদের জন্য একটি গাছ নির্ধারণ করে দেন যা দ্বারা তারা বরকত গ্রহণ করবে। তখন তিনি বললেন: ((**আল্লাহু আকবার! এটা তো বনী ইসরাঈলের কথার মতো**

হলো। তারা বলেছিল: "এদের (কাফিরদের) যেমন অনেক ইলাহ আছে আমাদের জন্যও সেরূপ ইলাহ বানিয়ে দাও।")) সুনানে নাসায়ী।

যাত্রা শুরুর সময় উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও ভয় থাকতে পারে। তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা ভ্রমণকারীর জন্য সান্ত্বনা এবং একাকীত্ব অনুভবকারীর জন্য প্রশান্তি স্বরূপ; ((**নবী সাঃ সফরে বের হওয়ার সময় যখন তার উটের উপরে বসতেন, তখন তিনি তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন।**)) সহীহ মুসলিম। সৃষ্টিকুলের মধ্যে যেগুলোতে কোন মহত্ম্য রয়েছে যেমন উঁচু স্থান- এগুলো প্রত্যক্ষ করার সময় তাকবীর পাঠ করা শরীয়তসম্মত। জাবির রাঃ বলেন: ((আমরা যখন উঁচুতে আরোহণ করতাম তখন বলতাম 'আল্লাহু আকবার')) সহীহ বুখারী। তিনি যখন যমীনের কোন উঁচু স্থানে উঠতেন তখন তাকবীর দিতেন।

মুসলিম ব্যক্তি তার দিনের পরিসমাপ্তি ঘটায় তাকবীর পাঠের মাধ্যমে; সে যখন বিছানায় ঘুমাতে যায় তখন তেত্রিশবার করে তার রবের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করে এবং চৌত্রিশবার তাকবীর পাঠ করে।

মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাকবীর পাঠ শরীয়তসম্মত। হেদায়াত লাভ একটি বিশাল নেয়ামত যা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দাবি রাখে। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের অন্তর্ভুক্ত হল: দ্বীনের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন সেসব বিষয়ের পথনির্দেশ করার জন্য আল্লাহর 'তাকবীর' পাঠ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ
كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ﴾

অর্থ: [আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি সেসবকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করতে পার, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন।] সূরা আল-হাজ্জ: ৩৭। অনুরূপভাবে উক্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের অন্তর্ভুক্ত হল: ইবাদত পালনের মাধ্যমে হেদায়াতের উপর অবিচলতার জন্য আল্লাহর 'তাকবীর' পাঠ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾

অর্থ: [আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।] সূরা আল-বাকারা: ১৮৫। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেছেন: ((হেদায়েত লাভ, জীবিকা অর্জন এবং বিজয়ের জন্য তাকবীর পাঠ করাকে শরীয়তসম্মত করা হয়েছে। কারণ এই তিনটি হল একজন মানুষের সবচেয়ে কাঙ্খিত বস্তু। এগুলো তার স্বার্থ ও কল্যাণের সমন্বয়কারী))

"আল্লাহু আকবার" এটা এক মহান শব্দ যা পাঠ করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন; যাতে তাঁর বড়ত্ব সকলের হৃদয় দখল করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ﴾

অর্থ: [আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।] সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৩। ইমাম কুরতুবী বলেন: ((বলা হয়েছে যে: আরবদের নিকট মহিমা ও

সম্মানসূচক অধিক অর্থবোধক শব্দ হচ্ছে: আল্লাহু আকবার।)) এটা দ্বীন ইসলামের শব্দ যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; আনাস বিন মালেক রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((একদা রাসূল সাঃ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তখন তিনি বললেন: **সে ইসলামের উপর আছে।**)) সহীহ মুসলিম।

এর সওয়াব অফুরন্ত, এর দ্বারা উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয় এবং এটি এমন শব্দ যা আল্লাহ পছন্দ করেন; নবী সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় কথা চারটি: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার।**)) সহীহ মুসলিম। যিকিরকারীর জন্য এগুলো সদকাস্বরূপ এবং এগুলো তার জন্য কল্যাণময় ও উপকারী। নবী সাঃ বলেন: ((**প্রত্যেক তাকবীর পাঠ সদকাতুল্য।**)) সহীহ মুসলিম। "যিকিরের মজলিশসমূহ যেগুলোতে আল্লাহর তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা হয় সেগুলোকে ফেরেশতামন্ডলী স্বীয় পাখা দ্বারা দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত বেষ্টন করে রাখে।" সহীহ বুখারী ও মুসলিম। তাছাড়া তাকবীর, তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠের কারণে আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়; আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ((আমরা রাসূল সাঃ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً অতঃপর রাসূল সাঃ জিজ্ঞাসা করলেন, **কে এই বাক্যগুলো বলেছে?** লোকদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি বলেছি হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, **আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম; ঐ গুলোর জন্য আকাশের সব দরজা খুলে দেয়া হয়েছে।**)) সহীহ মুসলিম।

কিয়ামতের দিন এগুলো মীযানের পাল্লায় অনেক ভারী হবে; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**বাহ! বাহ! পাঁচটি জিনিস মীযানে কতই না ভারী! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ'। আর নেক সন্তান, যে মারা গেলে তার পিতামাতা তাতে সওয়াব কামনা করে।**)) মুসনাদে আহমাদ।

পরিশেষে, হে মুসলিমবৃন্দ:

আল্লাহ তায়ালা সুমহান, তাঁর চেয়ে মহান আর কেউ নেই। ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে অহংকার কেবলমাত্র তাঁরই; তাঁর অহংকার এমন এক বিষয় যার হকীকত অনুধাবনে অথবা তা কল্পনায় বা ধরণ বুঝতে মানুষের জ্ঞান অপারগ। বস্তুত আল্লাহর বড়ত্বের বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যা ধারণার উদ্রেগ হয়, তিনি তার চেয়েও বড়। ((**তিনি কিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, ভূমন্ডলকে এক আঙ্গুলে, গাছ-গাছালীকে এক আঙ্গুলে, পানি ও কাদামাটি এক আঙ্গুলে এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে উঠিয়ে নিবেন।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। মুমিন বান্দা সুমহান প্রভুর মাধ্যমে আত্মরক্ষা করে, তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করে ও সকল কিছু তাঁর নিকট অর্পণ করে এবং কেবলমাত্র তাঁর নিকটই দোয়া করে ও তাঁর সাথে সংযুক্ত থাকে।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম[১]

﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾

(১) অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অর্থ: [আর তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।] সূরা আয-যুমার: ৬৭।

আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মাধ্যমে বরকত দিন ...

দ্বিতীয় খুতবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য তাঁর ইহসানের কারণে। তাঁরই শুকরিয়া আদায় করছি; ভালকাজের তাওফীক দান ও অনুগ্রহের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; তাঁর সত্ত্বার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; আল্লাহ তায়ালা তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

হে মুসলমানগণ:

রবকে চেনা, একমাত্র তাকেই আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য স্থির করা এবং তাকে চোখের প্রশান্তি হিসেবে জানা ব্যতীত বান্দাদের কোন সফলতা, কল্যাণ ও নেয়ামত নেই। অহংকার প্রভুত্বের একটি বৈশিষ্ট্য, তাই সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে ব্যক্তি এ গুণ ধারণ করবে তাকে তিনি শাস্তির হুমকি দিয়েছেন; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**ইজ্জত ও সম্মান আল্লাহর ভূষণ এবং অহংকার তাঁর চাদর। যে লোক এ ক্ষেত্রে আমার সাথে টানা-হেঁচড়া করবে আমি তাকে অবশ্যই সাজা দিব।**)) সহীহ মুসলিম। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেছেন: ((যেহেতু অহংকার বিশাল ও ব্যাপক, তাই এটি চাদর নামের অধিক যোগ্য।)) সুতরাং মানুষ যেন পৃথিবীতে বড়াই করা, মানুষের প্রতি অহংকার, তাদের প্রতি দাম্ভিকতা প্রদর্শন ও অত্যাচার করা থেকে সাবধান থাকে।

যাকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে এবং তার আত্মা স্বীয় স্ত্রী বা অন্যদের মতো দুর্বল ব্যক্তির উপর অত্যাচার করতে আহ্বান করে; সে যেন মনে রাখে আল্লাহ তার চেয়ে সত্ত্বায়, শক্তিতে ও ক্ষমতায় বড়। আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا﴾

অর্থ: [যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, মহান।] সূরা আন-নিসা: ৩৪।

যার দৃঢ় জ্ঞান আছে যে, আল্লাহ মহান; তাঁর প্রতি তার ভয় বেড়ে যায়, সে তাকে শ্রদ্ধা করে, তাকে ভালবাসে এবং উত্তমভাবে তাঁর ইবাদত পালন করে। আর তার অন্তর থেকে অহংকার, দম্ভ ও কপটতা বেরিয়ে যায়। বস্তুত আল্লাহ তাঁর বিনয়ী মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাত বানিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ﴾

অর্থ: [এটা আখেরাতের সে আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।] সূরা আল-কাসাস: ৮৩।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাপ্ত

خطبة الجمعة

١٢/٤/١٤٤٥هـ 2023/10/27 م

لفضيلة الشيخ الدكتور :

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

بعنـــوان

التَكبِيْر

مترجمة باللغة البنغاليـة

a-alqasim.com